بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد

খুতবা জুম'আ

নববর্ষে র রাতে এই দোয়া করুন যে আল্লাহ্ তা'লা যেন আমাদের অতীত ভুল-ভ্রান্তি আর দুর্বলতা ক্ষমা করেন আর নববর্ষে আমাদের বেশি বেশি পাওয়ার তৌফিক দেন; আমরা যেন কিছু না হারাই। আর আমরা সেই সব মু'মিন দের অন্তর্ভুক্ত হই, যারা খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য নিজেদের সবকিছু বিসর্জনে প্রস্তুত থাকে।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদ বাইতুল ফুতুহ্ লন্ডন হতে প্রদত্ত ৩০ শে ডিসেম্বর ২০১৬-এর খোতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

ইনশাআল্লাহ্ দু'দিন পর নববর্ষের সূচনা হবে। আমরা মুসলমানরা চান্দ্র বছরের মাধ্যমেও বছরের সূচনা করি, আর সৌর বছরের মাধ্যমেও। আর এই চান্দ্র পঞ্জিকা শুধু মুসলমান নয় বরং পৃথিবীর অনেক জাতিতে প্রাচীন যুগে চান্দ্র পঞ্জিকার মাধ্যমেই বছর শুরু হতো। চীনা, হিন্দু এবং পৃথিবীর অনেক জাতিতে এই চান্দ্র পঞ্জিকার রীতি ছিল। ইসলামের পূর্বে আরবদের মাঝে দিনের হিসাব বা বছরের হিসাবের জন্য চান্দ্র পঞ্জিকার প্রচলন ছিল। যাহোক, পৃথিবীতে সচরাচর গ্রেগরিয়ান পঞ্জিকা প্রচলিত রয়েছে, আর সবাই এটি বোঝে। তাই পৃথিবীর সকল দেশ এবং সকল জাতি এই পঞ্জিকাকে দিন এবং মাসের হিসাবের জন্য অবলম্বন করে রেখেছে। একই কারণে পৃথিবীতে প্রত্যেক বছর সর্বত্র এর হিসাব অনুসারে ১লা জানুয়ারিতে বছরের সূচনা হয়, আর ৩১শে ডিসেম্বর এই বছরের সমাপ্তি ঘটে। যাহোক, বছর আসে, বারো মাস অতিবাহিত হওয়ার পর বছর শেষ হয়ে যায়; তা সে চান্দ্র পঞ্জিকার বছরই হোক বা গ্রেগরিয়ান পঞ্জিকার বছরই হোক। এই দুনিয়ার মানুষ দিন, মাস এবং বছরকে জাগতিক হৈ-হুল্লোড় ও ক্রীড়া-কৌতুক আর জাগতিক আনন্দ-উল্লাসের মাঝে কাটিয়ে দেয়, তা তারা মুসলমানই হোক বা অমুসলিমই হোক। নববর্ষের সূচনাতে, যা ১লা জানুয়ারী থেকে আরম্ভ হয়, হেন কোন কর্ম নেই যা এই দুনিয়ার মানুষ করে না। পাশ্চাত্যে বা উন্নত দেশে বিশেষভাবে, আর (সাধারণভাবে) পৃথিবীর অন্যান্য অংশেও ৩১শে ডিসেম্বর এবং ১লা জানুয়ারীর মধ্যবর্তী রাতে এমন কোন হৈ-হুল্লোড় নেই যা করা হয় না। মাঝ রাত পর্যন্ত, বরং সারা রাত ধরে মানুষ মদের আসরে আর খাবারের টেবিলে, নৃত্য বাজনার আসরে জেগে বসে থাকে। এক কথায় বিগত বছরের সমাপ্তিও বৃথা কার্যকলাপ এবং অপকর্মের মাঝে হয় আর নতুন বছরের সূচনাও হয় বৃথা এবং বাজে কার্যকলাপের মাধ্যমে। পৃথিবীর সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণীর মানুষের ধর্মের চোখ অন্ধ হয়ে গিয়েছে, তাই তাদের দৃষ্টি সেখানে পৌঁছানো সম্ভব নয় যেখানে মু'মিনের দৃষ্টি পৌঁছায় এবং পৌঁছানো উচিত। একজন মু'মিনের মহিমা হল এই সমস্ত বৃথা কার্যকলাপ এড়িয়ে চলা, বরং আত্মজিজ্ঞাসা করা যে, আমাদের জীবনে একটি বছর এসেছে এবং চলে গেছে, এই বছরটি আমাদের কী দিয়ে গেল বা কী নিয়ে গেল বা আমরা কী পেলাম আর কী হারালাম? একজন মু'মিন কি জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখবে যে এ বছর সে কী হারিয়েছে আর কী পেয়েছে? তার জাগতিক অবস্থা বা বৈষয়িক অবস্থায় কী ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে সেটি দেখবে, নাকি আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখবে যে সে কী হারালো আর কী পেল? যদি ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে হয় তাহলে কোন্ মাপকাঠিতে সে তা যাচাই করবে, যেন এটি জানতে পারে বা বুঝতে পারে যে, কী হারালো আর কী পেল?

আমরা আহ্মদীরা সৌভাগ্যবান যেখোদা তা'লা আমাদেরকে মসীহ্ মওউদ এবং প্রতিশ্রুত মাহ্দীকে মানার তৌফিক দিয়েছেন, যিনি আমাদের সামনে আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর রসূলের শিক্ষার সার এবং নির্যাস রেখে দিয়েছেন; আর আমাদেরকে বলেছেন যে, যদি তোমরা এই মাপকাঠি সামনে রাখ তাহলে তোমরা জানতে পারবে যে, তোমরা নিজেদের জীবনের লক্ষ্য পূর্ণ করেছ, অর্জন করেছ বা অর্জনের চেষ্টা করেছ কি-না। যদি এই মাপকাঠি সামনে রাখ তাহলে সত্যিকার মু'মিন গণ্য হতে পার। যদি এই শর্তগুলো অনুসরণ কর তাহলে সঠিকভাবে নিজেদের ঈমানকে যাচাই করতে পারবে। তিনি প্রত্যেক আহ্মদীর নিকট থেকে বয়আতের অঙ্গীকার নিয়েছেন, আর এই অঙ্গীকারে বয়আতের শর্তাবলী আমাদের সামনে রেখে আমাদেরকে একটি কর্মপন্থা দিয়েছেন। আর তিনি প্রত্যেক আহ্মদীর কাছে এই কর্মপন্থা পালনের এবং প্রতিটি দিন, প্রতিটি সপ্তাহ, প্রতিটি মাস আর প্রতিটি বছর এই (কর্ম পন্থা) পালনের উপর এক আত্মজিজ্ঞাসা এবং আত্মবিশ্লেষণের প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন। অতএব আমরা যদি বছরের শেষ রাত আর নববর্ষের সূচনা আত্মজিজ্ঞাসা, আত্মবিশ্লেষণ আর দোয়ার মাধ্যমে করে থাকি তাহলে আমাদের পরিণতি শুভ হবে। আর যদি আমরাও বাহ্যত শুভেচ্ছা জানাই, আর জাগতিক কথা-বার্তার মাধ্যমে নববর্ষের সূচনা করি তাহলে আমরা বাস্তবে হারাবো তো অনেক কিছু, কিন্তু পাব না কিছুই, বা পেলেও যৎসামান্য পাব। যদি দুর্বলতা থেকে যায় আর আমরা যদি আমাদের আত্মবিশ্লেষণে আশ্বস্ত হতে না পারি তাহলে আমাদের এই দোয়া করতে হবে যে, (হে) আল্লাহ্ তা'লা! আমাদের আগত বছর যেন বিগত বছরের ন্যায় আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে দুর্বল না হয়; বরং আমাদের

প্রতিটি পদক্ষেপ, পদচারণা যেন খোদার সন্তুষ্টির লক্ষ্যে হয়; আমাদের প্রতিটি দিন যেন রসূল (সা.)-এর আদর্শে অতিবাহিত দিন হয়; আমাদের দিবারাত্র যেন আমাদেরকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে কৃত বয়আতের অঙ্গীকারের দিকে নিয়ে যায়। সেই অঙ্গীকার আমাদের কাছে এই প্রশ্ন করে যে, আমরা শির্ক না করার অঙ্গীকার পালন করেছি কি-না। প্রতিমা, সূর্য, চন্দ্রকে পূজা করার শির্ক নয়; বরং মহানবী (সা.)-এর উক্তি অনুসারে সেই শির্ক যা কর্মের ক্ষেত্রে লোক দেখানো কাজের শির্ক, গোপন বা অপ্রকাশিত কামনা-বাসনায় লিপ্ত হওয়ার শির্ক। প্রশ্ন হল, আমাদের নামায, আমাদের রোযা, আমাদের সদকা খয়রাত, আমাদের আর্থিক ত্যাগ স্বীকার, আমাদের সৃষ্টির সেবামূলক কর্ম, জামাতের কাজে আমাদের সময় ব্যয় করা– এগুলো আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের পরিবর্তে, আল্লাহ্ ভিন্ন অন্যদের সন্তুষ্ট করা বা লোকদেখানোর উদ্দেশ্যে ছিল না তো? আমাদের হৃদয়ের সুপ্ত কামনা-বাসনা কোথাও খোদার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দন্ডায়মান হয়নি তো?

এরপর এই প্রশ্ন আসবে যে, আমাদের বছর সম্পূর্ণভাবে মিথ্যা থেকে মুক্ত হয়ে একশত ভাগ সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে অতিবাহিত হয়েছে কি-না। অর্থাৎ যখন সত্যের বহিঃপ্রকাশে নিজের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয় তেমন মুহূর্তেও সত্যকে বিসর্জন না দেয়া। মসীহ্ মওউদ (আ.) এর জন্য যে মানদন্ড নির্ধারণ করেছেন তা হল– যতক্ষণ মানুষ প্রবৃত্তির সেই সকল কামনা-বাসনার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন না করবে যা মানুষকে সত্য বলা থেকে বিরত রাখে, ততক্ষণ সে সত্যবাদী আখ্যায়িত হতে পারে না। সত্য বলার গুরুত্বপূর্ণ স্থান এবং কাল সেটি যখন প্রাণ, সম্পদ এবং সম্মান হুমকির সম্মুখিন থাকে।

এরপর এই প্রশ্ন আসে যে, আমরা কি নিজেদের এমন উপলক্ষ্য থেকে দূরে রেখেছি যার ফলে হৃদয়ে নোংরা ধ্যান-ধারণা দানা বাঁধতে পারে? যেমন- আজকের যুগে টেলিভিশন, ইন্টারনেট ইত্যাদিতে এমন অনুষ্ঠানমালা যা চিন্তাধারাকে কলূষিত করার কারণ হয়, এগুলো থেকে কি নিজেদের মুক্ত রেখেছি? যদি এসবের মাধ্যমে নোংরা চলচ্চিত্র এবং অনুষ্ঠান দেখে থাকি তাহলে আমরা বয়আতের অঙ্গীকার থেকে বিচ্যুত হয়েছি আর আমাদের অবস্থা সত্যিই বিপজ্জনক, কেননা এসব বিষয় এক ধরনের ব্যভিচারের দিকে মানুষকে নিয়ে যায় বা আকৃষ্ট করে। এরপর প্রশ্ন উঠবে যে, আমরা কি কামলোলুপ দৃষ্টি থেকে নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা করেছি বা করছি? কেননা কামলোলুপ দৃষ্টির প্রসঙ্গে যেই নির্দেশ রয়েছে তা নর ও নারী উভয়ের জন্য রয়েছে; যেহেতু খোলা দৃষ্টিতে দেখলে আশঙ্কা থাকে, তাই বলা হয়েছে দৃষ্টি অবনত রাখ, চোখ ঝুঁকিয়ে রাখ। এরপর প্রশ্ন উঠবে, আমরা কি এ বছর পাপাচারিতা এবং দুরাচারিতামূলক প্রতিটি কর্ম থেকে মুক্ত থাকার চেষ্টা করেছি? মহানবী (সা.) বলেছেন, মু'মিনকে গালি দেওয়া পাপের শামিল। যখন ঝগড়া-বিবাদ হয় তখন মানুষ কঠোর এবং অপছন্দনীয় শব্দ বলে বসে। এক মু'মিন যদি অপর মু'মিনের সাথে এমন করে তাহলে এটি পাপ বিশেষ। যার সাথেই হোক না কেন এটি একটি পাপ।

এরপর আমাদের নিজেদেরকে যে প্রশ্ন করতে হবে তা হল, আমরা নিজেদের সকল যুলম এবং অন্যায় থেকে বিরত রেখেছি কি-না, অন্যায় করা থেকে বিরত ছিলাম কি-না। আঁ-হযরত (সা.) বলেন, কারো এক হাত ভূমি জবরদখল করা এবং কারো একটি কংকর বা পাথরের ছোট্ট টুকরোও অন্যায়ভাবে হস্তগত করা হল জুলুম। তো আমাদের এই মানদন্ডে নিজেদেরকে যাচাই করতে হবে। এরপর আরেকটি প্রশ্ন যা নিজেদের করতে হবে তা হল, সকল প্রকার বিশ্বাসঘাতকতা বা দুর্নীতি থেকে আমরা নিজেদের মুক্ত রেখেছি কি-না। তিনি (সা.) বলেন, সে ব্যক্তির সাথেও বিশ্বাসঘাতকতা করো না যে তোমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে। এটা হল মানদন্ড। পুনরায় আমাদের এ প্রশ্ন করতে হবে যে, সকল প্রকার নৈরাজ্য বা ফ্যাসাদ থেকে আমরা বাঁচার চেষ্টা করেছি কি-না। তিনি (সা.) বলেন, চরম দুষ্কৃতকারী হল নৈরাজ্যবাদী বা ফ্যাসাদকারী। আর তারা এটি করে চোগলখুরীর মাধ্যমে অর্থাৎ এরা এখানের কথা সেখানে এবং সেখানের কথা এখানে বলে বেড়ায়। যারা পরস্পরকে ভালোবাসে তাদের সম্পর্ক-বন্ধন যে নষ্ট করে সেও ফ্যাসাদকারী। যারা অনুগত, যারা এতায়াতকারী, যারা ব্যবস্থাপনার প্র তিটি কথা মান্যকারী বা ধর্মের প্রতিটি নির্দেশ যারা মান্যকারী, তাদেরকে কোন অন্যায় কাজে লিপ্ত করার চেষ্টা যে করে বা পাপে লিপ্ত করার যে চেষ্টা করে সে ফ্যাসাদকারী বা নৈরাজ্যবাদী। অতএব এটা হল নৈরাজ্যের পরিচয় জানার আর নৈরাজ্য এড়িয়ে চলার মানদন্ড।

এরপর প্রশ্ন দাড়াবে যে, আমরা সকল প্রকার বিদ্রোহপূর্ণ আচরণ বর্জন করি কি-না। আরেকটি প্রশ্ন যা আসবে তা হল, আমরা প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার বশিভূত হচ্ছি না তো? আজকের যুগে যখন সর্বত্র নির্লজ্জতার রাজত্ব, তখন রিপুর তাড়নাকে পরাভূত করাও এক প্রকার জেহাদ। এরপর প্রশ্ন আসবে, আমরা দৈনিক পাঁচ বেলার নামায সারা বছর যত্নসহকারে, নিয়মিত আদায় করছিলাম কি-না। কেননা কুরআনে বেশ কয়েক স্থানে এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা নসীহত করেছেন, বরং নির্দেশ দিয়েছেন। মহানবী (সা.) বলেছেন, নামায ছেড়ে দেওয়া মানুষকে শির্ক এবং কুফরের নিকটতর করে। এরপর আমাদের এটি দেখতে হবে যে, তাহাজ্জুদ নামাযের প্রতি আমাদের দৃষ্টি ছিল কি-না। কেননা এ সম্পর্কে রসূলে করীম (সা.)-এর উক্তি রয়েছে যে, ব্যবস্থা করে নিয়মিত তাহাজ্জুদ পড়ার চেষ্টা কর, এটি পুণ্যবানদের রীতি। তিনি (সা.) বলেন, এটি খোদার নৈকট্য লাভের মাধ্যম। তিনি (সা.) আরো বলেন, তাহাজ্জুদের অভ্যাস পাপ থেকে মানুষকে বিরত রাখে এবং পাপ দূরীভূত করে আর দৈহিক রোগ ব্যাধি থেকেও মানুষকে রক্ষা করে। পুনরায় আমাদেরকে প্রশ্ন করতে হবে যে, আমরা কি রীতিমত মহানবী (সা.)-এর প্রতি দরূদ প্রেরণের চেষ্টা করেছি বা চেষ্টা করি? কেননা এটি মু'মিনদের প্রতি খোদার বিশেষ নির্দেশাবলীর একটি আর

এটি দোয়া গৃহীত হওয়ার মাধ্যমও বটে। রসূলে করীম (সা.) বলেছেন, দোয়া যদি দরূদশূন্য হয়ে থাকে তবে দোয়া আকাশ এবং পৃথিবীর মাঝে দোদুল্যমান অবস্থায় থেকে যায়; যদি তোমরা দরূদ না পড় আর কেবল দোয়া করতে থাক তাহলে দোয়া পৃথিবী থেকে উত্থিত হবে কিন্তু আকাশ পর্যন্ত পৌঁছাবে না, মাঝখানে দোদুল্যমান থেকে যাবে। কেননা এতে সে রীতি অবলম্বন করা হয় নি যা আল্লাহ্ তা'লা শিখিয়েছেন। আকাশ পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য দোয়ার সাথে দরূদ থাকাও আবশ্যক। এরপর আমাদের প্রশ্ন করতে হবে যে, আমরা নিয়মিত ইস্তেগফার করেছি কি-না। রসূলে করীম (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি ইস্তেগফারকে আঁকড়ে ধরে রাখে অর্থাৎ নিয়মিত যে ইস্তেগফার করে, আল্লাহ্ তা'লা তার জন্য সকল সংকীর্ণতা থেকে বের হওয়ার পথ সুগম করেন, সকল সমস্যার মুখে স্বাচ্ছন্দ্য সৃষ্টি করেন আর সেই সকল স্থান থেকে তাকে রিয্ক দান করেন যা সে কল্পনাও করতে পারে না। এরপর প্রশ্ন উঠবে যে, খোদার প্রশংসা গানের প্রতি আমাদের দৃষ্টি ছিল কি-না। কেননা মহানবী (সা.) বলেছেন, খোদার প্রশংসা করা ছাড়া আরম্ভ করা কাজ দুর্বল ও ত্রুটিপূর্ণ এবং বরকতশূন্য ও প্রভাবশূন্য থেকে যায়। আরেকটি প্রশ্ন হবে যে, আমরা কি আপন-পর সবাইকে যেকোন প্রকার কষ্ট দেয়া থেকে বিরত ছিলাম; আমাদের হাত এবং আমাদের জিহ্বা অন্যদের কষ্ট দেয়া থেকে কি মুক্ত ছিল; আমরা কি মার্জনা এবং ক্ষমার আচরণ করেছি; বিনয় এবং নম্রতা কি আমাদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ছিল; সুখ, দুঃখ, স্বাচ্ছন্দ্য, অস্বাচ্ছন্দ্য সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র সাথে কি বিশ্বস্ততার সম্পর্ক আমরা বজায় রেখেছি; কখনো হৃদয়ে আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে এই অভিযোগ সৃষ্টি হয় নি তো যে, আমার দোয়া কেন গৃহীত হয় নি বা আমাকে কেন এই কষ্টের মুখে ঠেলে দেওয়া হল? যদি এমন অভিযোগ থাকে তাহলে মানুষ মু'মিন থাকতে পারে না। আরেকটি প্রশ্ন হবে, আমরা সকল প্রকার কুপ্রথা এবং কামনা-বাসনা, কলুষিত কথা সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করেছি কি-না। রসূলে করীম (সা.) বলেছেন, কুপ্রথা এবং বেদাত তোমাদেরকে ভ্রষ্টতার মুখে ঠেলে দিবে, এগুলো থেকে নিজেদের মুক্ত রেখো। এরপর প্রশ্ন উঠবে যে, আমরা কি কুরআন ও রসূলে করীম (সা.)-এর শিক্ষা এবং নির্দেশাবলী পুরোপুরি অবলম্বনের চেষ্টা করেছি? পুনরায় প্রশ্ন আসবে যে, আমরা অহংকার এবং গর্ব সর্বতোভাবে আমরা পরিহার করেছি কি-না বা পরিহারের চেষ্টা করেছি কি-না। কেননা শির্‌কের পর সবচেয়ে বড় বিপত্তি হল অহংকার এবং গর্ব। এরপর এই প্রশ্ন আসবে যে, আমরা উন্নত আচার ব্যবহারের সুমহান মানে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করেছি কি-না; আমরা নিজেদের মাঝে বিনয়, নম্রতা এবং ধৈর্য্য ও সহ্যশক্তি সৃষ্টির চেষ্টা করেছি কি-না। পুনারায় প্রশ্ন আসবে যে, প্রতিটি দিন কি আমাদের ভেতর ধর্মের ক্ষেত্রে উন্নতির এবং ধর্মের সম্মান এবং মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠার কারণ হয়েছে? ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দেওয়ার যে অঙ্গীকার আমরা প্রায়শঃ পুনরাবৃত্তি করি, এটি অন্তঃসারশূন্য অঙ্গীকার নয় তো? এরপর প্রশ্ন দাঁড়াবে যে, ইসলামের ভালোবাসায় আমরা কি এতটা উন্নতি করার চেষ্টা করেছি যে নিজের সম্পদের উপর ইসলামকে প্রাধান্য দিয়েছি, নিজের সম্মানের উপর ইসলামকে প্রাধান্য দিয়েছি, নিজের সন্তান-সন্ততির চেয়ে ধর্মকে কি বেশি প্রিয় জ্ঞান করেছি? এরপর আমাদের এভাবে আত্মজিজ্ঞাসা করতে হবে যে, আমরা কি আল্লাহ্‌র সৃষ্টির প্রতি সহমর্মিতায় এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছি বা করছি? এরপর প্রশ্ন করতে হবে যে, নিজেদের সকল শক্তি, সামর্থ কাজে লাগিয়ে আল্লাহ্‌র সৃষ্টির কল্যাণ সাধনের চেষ্টা করেছি কি? পুনরায় প্রশ্ন করতে হবে যে, আমরা কি এই দোয়া করেছি আর সন্তানদেরও কি এই নসীহত করেছি যে, মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আনুগত্যতার যে মান তা যেন আমাদের মাঝে সর্বদা প্রতিষ্ঠিত থাকে; আমার যেন সর্বদা অত্যুন্নত মানে তাঁর (আ.) আনুগত্য করতে থাকি আর এ ক্ষেত্রে উন্নতিও করতে থাকি? পুনারয় প্রশ্ন আসবে যে, আমরা কি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক আর আনুগত্য এতটা দৃঢ় করেছি যে, অন্যান্য সকল জাগতিক সম্পর্ক এর সামনে তুচ্ছ বলে মনে হয়? এরপর প্রশ্ন আসবে যে, আমরা কি আহ্‌মদীয়া খেলাফতের প্রতি বিশ্বস্ততা এবং এর আনুগত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা এবং এ ক্ষেত্রে উন্নতি করার জন্য সারা বছর দোয়া করেছি? নিজেদের সন্তানসন্ততিদের কি আহমদীয়া খেলাফতের সাথে সম্পৃক্ত থাকার এবং বিশ্বস্ততার সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি? আর এ উদ্দেশ্যে কি দোয়া করেছি যে, তাদের মাঝে যেন সেই মনোযোগ সৃষ্টি হয়? পুনরায় প্রশ্ন আসবে যে, খলীফায়ে ওয়াক্ত এবং জামাতের জন্য কি নিয়মিত দোয়া করেছি?

যদি বেশিরভাগ প্রশ্নের ইতিবাচক উত্তরের মাঝে এ বছর অতিবাহিত হয়ে থাকে, তবে কিছু দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও আমরা অনেক কিছু পেয়েছি। আর যে সব প্রশ্ন আমি উঠিয়েছি সেগুলোর বেশিরভাগ উত্তর যদি নেতিবাচক হয়ে থাকে, তবে আমাদের অবস্থা সত্যি বিপদজ্জনক; এটি নিয়ে ভাবতে হবে। আর এর সুরাহা যা করা যেতে পারে তা হল– এ রাতগুলোতে দোয়া করুন, আজকের রাতেও আর কালকের শেষ রাতটিতেও, দোয়া করুন এবং এই দৃঢ় সংকল্প করুন আর অঙ্গীকারাবদ্ধ হোন আর বিশেষ করে নববর্ষে র রাতে এই দোয়া করুন যে আল্লাহ্ তা'লা যেন আমাদের অতীত ভুল-ভ্রান্তি আর দুর্বলতা ক্ষমা করেন আর নববর্ষে আমাদের বেশি বেশি পাওয়ার তৌফিক দেন; আমরা যেন কিছু না হারাই। আর আমরা সেই সব মু'মিন দের অন্তর্ভুক্ত হই, যারা খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য নিজেদের সবকিছু বিসর্জনে প্রস্তুত থাকে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একটি উদ্ধৃতি উপস্থাপন করব, যাতে তিনি তাঁর জামাতকে উপদেশ দিয়েছেন আর বিজ্ঞাপন হিসেবে তা প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, আমার পুরো জামাত যারা এখানে উপস্থিত আছে বা নিজ নিজ অঞ্চলে বা ঘরে বসবাস করছে তাদের এই নসীহত মনোযোগ সহকারে শোনা উচিত যে, এই জামাতভুক্ত হয়ে তারা আমার সাথে ভালোবাসা এবং শিষ্যের বা মুরীদের যে সম্পর্ক রাখে এর উদ্দেশ্য হল যেন নেক চলনের সৌভাগ্য এবং তাকওয়ার উন্নত মানে তারা উপনীত

হয়। কোন নৈরাজ্য, কোন দুষ্কৃতি এবং পাপাচার যেন তাদের কাছে ঘেঁষতে না পারে, তারা পাঁচবেলার নামায যেন রীতিমত আদায় করে, মিথ্যা যেন না বলে, মুখে যেন কাউকে কষ্ট না দেয়, কোন প্রকার অপকর্মে যেন লিপ্ত না হয়। কোন দুষ্কৃতি, জুলুম এবং নৈরাজ্যের ধারণাও যেন তাদের হৃদয়ে জাগ্রত না হয়; এক কথায় সকল প্রকার পাপাচার, অপরাধ, অকরণীয় এবং বলার অযোগ্য বিষয়াদি আর প্রবৃত্তির সব কামনা-বাসনা আর বৃথা কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকবে, সকল প্রকার পাপ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখবে। তিনি (আ.) বলেন যে, তারা যেন খোদার পবিত্রহৃদয়, নিরীহ, দীন-হীন প্রকৃতির মানুষ হয়ে যায়, কোন বিষাক্ত উপকরণ যেন তাদের সত্তায় অবশিষ্ট না থাকে। তিনি বলেন, সমগ্র মানব জাতির প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন যেন তাদের নীতি হয়; মু'মিন শুধু মু'মিনের প্রতিই সহানুভূতিশীল হবে না, সমগ্র মানবজাতির প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া তাদের রীতি হওয়া চাই। আর খোদা তা'লাকে ভয় করা উচিত; নিজেদের কথা, কর্ম, হৃদয়ের চিন্তা ভাবনা, চিন্তা-ধারাকে সকল প্রকারের অপবিত্র, নৈরাজ্যকর চিন্তাধারা এবং দুর্নীতি থেকে যেন মুক্ত রাখে, আর পাঁচ বেলার নামায যেন পুরো যত্নসহকারে পড়ে; জুলুম, সীমালঙ্ঘন, আত্মসাৎ, ঘুষ আদান-প্রদান আর অন্যের অধিকার খর্ব করা আর অযথা পক্ষপাতিত্ব করা থেকে যেন মুক্ত থাকে, কোন পাপ সঙ্গ যেন অবলম্বন না করে। যদি পরে প্রমাণিত হয় যে, এক ব্যক্তি যে তাদের মাঝে আনা-গোনা রাখে, সে খোদার নির্দেশাবলীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল নয় বা মানুষের অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নয় বা অত্যাচারী প্রকৃতির, দুষ্কৃতকারী এবং পাপাচারী, আর যে ব্যক্তির সাথে তোমাদের বয়আত এবং ভালোবাসার সম্পর্ক রয়েছে তাঁর সম্পর্কে অন্যায়-অযথা-বাজে কথা বলা আর ধৃষ্টতামূলক কথা বলা, অপবাদ আরোপ এবং মিথ্যা বলে আল্লাহ্ তা'লার বান্দাদের প্রতারিত করতে চায়, তাহলে তোমাদের জন্য আবশ্যক হবে এই পাপকে নিজেদের মধ্য থেকে দূরীভূত করা এবং এমন মানুষকে এড়িয়ে চলা, যে ভয়ানক এবং ভয়াবহ। প্রত্যেক মানুষ যে মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে কথা বলে তার সাহচর্যে বসা, তার সাথে সম্পর্ক রাখা থেকে বিরত হও কেননা এটি বড় ভয়াবহ বিষয়। তিনি বলেন, এর অর্থ এই নয় যে তবলীগ করবে না, বরং তবলীগ তো করতে হবে; কিন্তু যারা মুনাফিক প্রকৃতির, যারা ভ্রান্ত কথাবার্তা বলে, যারা এই বিষয়ে হঠকারী অর্থাৎ মসীহ্ মওউদ (আ.) সম্পর্কে গালাগালি ছাড়া কথাই বলে না বা জামাত সম্পর্কে যারা বাজে কথা বলে–তাদেরকে এড়িয়ে চল; যারা নেক প্রকৃতির তারা তো কথা শোনে।

তিনি আরো বলেন, এইগুলো সেই বিষয় এবং সেসব শর্ত যা শুরু থেকে আমি বলে আসছি; আমার জামাতের প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য আবশ্যক হবে সেই সকল ওসীয়্যত বা নসীহতের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা, আর তোমাদের বৈঠকে বা মজলিসে কোন অপবিত্রতা, হাসি-ঠাট্টা এবং উপহাসের কার্যকলাপ যেন না হয়; পবিত্রহৃদয়, পবিত্রস্বভাব ও পবিত্র চিন্তার মানুষ হয়ে এই পৃথিবীতে চলাফেরা কর।

আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এই নসীহত এবং এই সতর্কবাণীকে সামনে রেখে নিজেদের জীবন অতিবাহিত করব–আল্লাহ্‌র কাছে আমার এই দোয়াই থাকবে। বয়আতের যে অঙ্গীকার আমরা করেছি তা যেন আমরা পালন করতে পারি। আমাদের জীবন যেন খোদার সন্তুষ্টির জন্যই অতিবাহিত হয়। আমরা যেন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ইচ্ছা এবং বাসনা অনুসারে নিজেদের জীবনের ভাল নমুনা এবং আদর্শ মানুষের সামনে উপস্থাপন ও প্র কাশ করতে পারি। খোদা আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি ঢেকে রেখে আমাদেরকে পুরস্কারে ভূষিত করুন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) -এর জামাতের জন্য যেসব সফলতা নির্ধারিত আছে তা যেন আমরা নিজেদের চোখে দেখি। নববর্ষ সকল কল্যাণরাজীর সাথে আসুক আর শত্রুর ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হোক যেই ষড়যন্ত্রে তারা জামাতের বিরোধীতায় সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। পাকিস্তানের আহ্‌মদী, যারা এ বছর কাদিয়ানের জলসায় যেতে পারে নি আর এই কারণে তারা দুঃখ ভারাক্রান্ত, খোদা তাদের পিপাসা নিবারণের ব্যবস্থা করুন।

আলজেরিয়ার আহ্‌মদীদের সমস্যাবলী দূরীভূত করুন, তাদের অনেকের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা-মোকাদ্দমা রয়েছে, তারা এখন কারাগারে বন্দীদশায় দিনাতিপাত করছেন, তাদেরকে জেলে রাখা হয়েছে; খোদা তাদেরও মুক্তির ব্যবস্থা এবং বিধান করুন। শত্রু যখন সীমালঙ্ঘন এবং অত্যাচারী কর্ম কান্ডে বেড়েই চলেছে, তখন আমাদের উচিত আমাদের অবস্থা খোদার সম্মতির অধিনস্ত করে দোয়ার ওপর অধিক জোর দেওয়া। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে তৌফিক দান করুন।

Khulasa Khutba Juma Huzoor Anwar (atba), Bangla 30th Dec, 2016

BOOK POST (PRINTED MATTER)

To .....

.....

From: Ahmadiyya Muslim Mission, Uttar hajipur, Diamond Harbour, 743331, 24Parganas (s), W.B